দৈনিক বাংলা

তারিখ 04 JUN 1987
পৃষ্ঠা 5

007

২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : বৃহস্পতিবার, ২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৪ : ৪ঠা জুন, ১৯৮৭

বাতিল পরীক্ষাকেন্দ্র

চারটি শিক্ষাবোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সরকার ২৯টি কেন্দ্র বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন বাতিল কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মনোনীত কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রে পরীক্ষা দেবেন। ১৯৮৮ সাল নাগাদ উপজেলা সদর দফতরের বাইরে কোন পরীক্ষা কেন্দ্র থাকবে না বলেও তিনি জানান।

পরীক্ষা অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবার কথা নয়। কিন্তু আমাদের দেশে আছে। এখানে কিছু শিক্ষার্থী লেখাপড়ায় যত ভরসা না রাখেন, কেন্দ্রের ওপর রাখেন তার চেয়ে বেশি। তেমন কেন্দ্র হলে পাস, ভাল ডিভিশন সবই কপালে জুটে যায়। কেন্দ্রের মহিমা যে অলৌকিক নয়, একথা এখন সকলেরই জানা আছে অবশ্য। কেন্দ্রের উপযোগিতা তার নকল করার সুযোগ-সুবিধার ওপর নির্ভরশীল। যে কেন্দ্রে নকলের সুযোগ বেশি সেই কেন্দ্রে পাসের হার বেশি। এবং সেই কেন্দ্রের প্রতি শিক্ষার্থীদের আকর্ষণও প্রবল। এই কেন্দ্রপ্রীতি এবং পাসের হারে কেন্দ্রের প্রভাব সাম্প্রতিককালের পরীক্ষাগুলির বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই কিছু কেন্দ্রের অপসারণ সত্যিই জরুরী হয়ে পড়েছিল। এই কেন্দ্রভিত্তিক পরীক্ষা ব্যবস্থা অর্থহীন সন্দেহ নেই।

কিন্তু ওই ২৯টি কেন্দ্র বাতিল হলেই পরীক্ষায় নকল বন্ধ হবে একথা মনে করার কারণ নেই। নকলের দৌরাত্ম্য যেমন দাঁড়িয়েছে তাতে খুব ভরসা হয় না একথা সত্যি। ঢাকা নগরীর কেন্দ্রগুলিকেই তো সবচেয়ে সংরক্ষিত বলে আশা করা যায়। তবু এখানে নকল হয় না একথা কি বলা যাবে? নকল বন্ধ করার জন্যে কেন্দ্র বাতিল করা গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ সন্দেহ নেই। তবে এ উদ্যোগ বাঞ্ছিতভাবে কার্যকর করে তুলতে হলে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে নতুন করে এ ধরনের কেন্দ্র আবার জন্ম না নেয়। নকল বন্ধের ব্যাপারে পরিদর্শকদেরও ভূমিকা আছে। অনেক সময় পরিদর্শকরাও নকল সাপ্লাইয়ে সহায্য করেছেন এমন ঘটনাও ঘটেছে। তাই পরিদর্শকদের দায়িত্ববোধ ও নিষ্ঠার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।

চূড়ান্ত বিশ্লেষণে শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলতেই হয়। শিক্ষাপদ্ধতি এমন হবে কেন—যে শিক্ষার্থীদের নকলের ওপর ভরসা করে থাকতে হবে? শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদান গৌণ কাজ হয়ে গেলে এ অবস্থা থেকে পরিত্রান পাওয়া সহজ হবে না—প্রায় সব কেন্দ্র বাতিল করলেও নয় হয়ত।

তবে যে হারে অসংখ্য কেন্দ্র গজিয়ে উঠছিল সেও মেনে নেয়ার মত ব্যাপার নয়। কিছু কেন্দ্র বাতিল করা সুচিন্তিত পদক্ষেপ বলেই আমরা মনে করি। এই সঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলি গৃহীত হলে পরীক্ষায় নকল বন্ধ হতে পারে বলে আশা করা যায়।